R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১০ই ভাদ্র ১৪২১
২৭শে আগস্ট, ২০১৪
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

মহাশ্মশানে পুরসভার নিযুক্ত কর্মীরাই শবযাত্রীদের ওপর পীড়ন চালাচ্ছে–অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গঙ্গা তীরের আকর্ষণে রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে বীরভূম এলাকা বাদেও সুদূর ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে শবযাত্রীরা এখানে দাহ করতে আসেন দীর্ঘদিন ধরে। খবর, কিছু দিন থেকে শ্মশান চত্বরে সমাজবিরোধীদের অত্যাচার চলছেই। প্রায় বাইরে থেকে আসা শবযাত্রীরা এদের হাতে নাজেহাল হচ্ছেন। ২২ আগষ্ট রাত ১০-৩০ নাগাদ ঝাড়খণ্ড থেকে আসা শবযাত্রীদের ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুই মোটর সাইকেল আরোহী। ব্যাগে ১২০০ টাকা ছিল। পরদিন পুরসভায় অভিযোগ জানিয়ে থানায় ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে জি.ডি করেন শবযাত্রীরা। ছিনতাইকারীদের একজনকে স্থানীয়রা চিনতে পারে বলে চেয়ারম্যান জানান। তার আগে ১৮ আগষ্ট ঝাড়খণ্ডের বাসকীনাথ থেকে জনৈক দীননাথ ভকত তাঁর বাবার শবদেহ সৎকারে রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানে আসেন এবং বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণে দাহ করার কাঠও সঙ্গে নিয়ে আসেন। কাঠে দাহ করা যাবে না বলে জানান পুরসভা নিযুক্ত কর্মী মঙ্গল দাস। শেষে কাঠে দাহ করার জন্য ১৬০০ টাকা আদায় করে নেন। অথচ ইলেকট্রিক চুল্লীতে খরচ ৯৫০ টাকা। চেয়ারম্যানের নির্দেশেই এই টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে উক্ত কর্মী রসিদ দেন। এই নিয়ে অন্য শবযাত্রী জঙ্গিপুরের সঞ্জয় ভকতের (বাবুয়া) সঙ্গে ঐ কর্মীর বচসা হাতাহাতিতে চলে যায়। এই গণ্ডগোলের মাঝে শবযাত্রীদের দুটো ব্যাগ লোপাট

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর পারে ১২টি ওয়ার্ডে তৃণমূলে নতুন মুখ--ক্ষোভ বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এলাকার ১২টি ওয়ার্ডে সভাপতি নির্বাচনের কাজ শেষ করলেন রঘুনাথগঞ্জ-২ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত টাউন সভাপতি আসরাফুল সেখ। ১২ আগষ্ট তাঁর জঙ্গিপুর ফুলবাড়ীর বাসভবনে এই সভা করেন। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে ১২টি ওয়ার্ডের সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জয়রামপুরের বিতর্কিত ব্যক্তি রুহুল আমিনকে। ১২টি ওয়ার্ডের পূর্বতন সভাপতিদের অনেকেই এই সভার কথা জানেন না--এ অভিযোগ জানালেন ১১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন সভাপতি মহঃ জাকির হোসেন। তাঁর আক্ষেপ--কংগ্রেস ও সিপিএমের অনেক আস্ফালন ও প্রাণের ভয়কে উপেক্ষা করে তৃণমূল করেছি। এলাকায় সংগঠন জোরদার করেছি। আজ কি কারণে আমরা বাদ পড়লাম কিছুই জানিনা। জাকির বলেন--৬ নম্বর

(শেষ পাতায়)

সাগরদীঘি থারমালে কর্মী অসন্তোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্টের তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিটের কাজে নিযুক্ত আই-এন-টি-ইউ-সি ইউনিয়নভুক্ত প্রায় ২০০ কর্মী ২১ আগষ্ট থেকে সেখানে কাজ বন্ধ রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে ঐ ইউনিয়নের সেক্রেটারী অজয় চ্যাটার্জী জানান, ভেলের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোটাল প্রোজেক্ট থেকে তাদের পারিশ্রমিক প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা বাকি পড়ে আছে। এছাড়া ষ্টেশনারী, হোটেল, গ্যাস, গ্রোসারী, বালি-পাথর-সিমেন্ট এবং ঠিকাদারদের পেমেন্ট সব কিছু বাকী রেখে গত ফেব্রুয়ারী ঐ সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার সুবোধ শেঠঠী রাতারাতি কোম্পানী গুটিয়ে পালিয়ে গেছেন। এখান থেকে। অজয় বলেন--৮ আগষ্ট ভেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা মিটিং করি।

(শেষ পাতায়)

রাজনৈতিক পালাবদলে দল পরিবর্তন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের গোঠা এলাকার আরাজি রমাকান্তপুর গ্রামে ১৪ আগষ্ট তৃণমূলের এক সভায় সিপিএম ও কংগ্রেস থেকে প্রায় ১৭০০ জন তৃণমূলে যোগ দেন। এ খবর জানান জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইমানী বিশ্বাস। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চলের দস্তামারা গ্রামে ৭ আগষ্ট এক অনুষ্ঠানে সিপিএম ও কংগ্রেসের প্রায় ১৫০০ সমর্থক তৃণমূলে যোগ দেন। সেখানে ঐ অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইয়াসিন চৌধুরী (ইলু) ছাড়া জঙ্গিপুর লোকসভা এলাকার যুব সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত তাইরুল সেখ, গৌতম রুদ্র

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪২১

ফ্যাসানে ফ্যাসাদ

তখনকার বেশ কিছু সমাজ সংস্কারক নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে দিলেন পুরুষের মত পোষাকে-আষাকে, ক্লাব রেস্তোরায়, সমাজের সকল স্তরে সমান সুযোগ। কিন্তু তার ফলে বিপর্যয় দেখা দিল। দাদাঠাকুর সেই বিপর্যস্ত নারী স্বাধীনতার রূপটিকে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা "ফ্যাসানে ফ্যাসাদ" এর মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। বর্তমানে যাঁরা বল্‌গাহীন নারী স্বাধীনতার সমর্থক তাঁরা নির্বাচনে ৩০ শতাংশ মহিলা আসন সংরক্ষিত করেছেন। তার ফলে সে যুগের মত বিপর্যয় ঘটতে পারে। তাই তাঁদের অবগতির জন্য দাদাঠাকুরের রচনাটি প্রকাশ করলাম।

–সম্পাদক

উড়তে শিখান।
লজ্জা ছিল সজ্জা যাহার
পর্দা মাঝে ঠাঁই।
হায় অসভ্য হিঁদুর মেয়ে,
ফ্যাসান শিখ নাই।
সাহেবী ভাবেতে ভাবুক,
নকল নবীশ বরে,
বিয়ে দিলেন পিতামাতা
টাকা খরচ ক'রে।
ওয়াইফকে শিখাতে চান
নব্য 'এটিকেটে'।
ঘোমটা খুলে মুখ দেখাতে
লাজে মাথা হেঁট।
আগুল্‌ফ-লম্বিত-কেশ
কাঁচি দিয়ে কেটে,
'বব্‌ড্ হেয়ার' কর্‌লো বাবু
নূতন 'এটিকেট'।
চুলগুলোকে ঠুঁটো দেখে
বল্‌ছে রাবু––'গ্রাণ্ড'
'ফ্রেণ্ড' এলে শিখিয়ে দিল
কর্‌বারে 'সেক-হ্যাণ্ড'।
পাণি-গ্রহণ ক'রে ছোঁয়ায়
বহু লোকের পাণি
ক্রমে ক্রমে ফুটলো শেষে
বোবার মুখে বাণী।
উড়োন শিখেছে।
বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না
স্বভাব ছিল আগে।
এখন কথায় ফুট্‌ছে খৈ,
তুবড়ী কোথা লাগে ?
অবাধে আজ সবার সনে
কর্‌ছে মেশামেশি,
(এখন) কর্তার 'ফ্রেণ্ড' গোটাকত।
গিন্নিরই 'ফ্রেণ্ড' বেশী।
বাধে না আর পুরুষ সনে
এক টেবিলে খাওয়া,
'ফ্রেণ্ড' সনে এক মোটরে
হাওয়া খেতে যাওয়া।
আজকে 'ডিনার', কাল 'টিপার্টি'
পরশু প্রীতিভোজ।
থিয়েটার ও বায়স্কোপে
'এনগেজমেন্ট' রোজ।
স্বামী যদি সঙ্গে চলে
'অবজেকসন' তাতে।
বলে––বাসায় কে থাক্‌বে ?
আস্‌বো না আজ রাতে।
কি গো বাবু ! ফ্যাসানের আর
আছে কিছু বাকি ?
পোষ মানে কি নিজের হাতে
শিকলী-কাটা পাখী।

আমাদের কৌতুকবোধ

সাধন দাস

লক্ষ্য করেছেন কি––আমাদের চারপাশে হাজার কলকাকলীর মধ্যেও কিছু অদ্ভুত প্রাণী আমরা দেখতে পাই––সুকুমার রায় যাদের নাম দিয়েছেন––'রাম গরুড়ের ছানা' কিম্বা 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা'। এদের সংবিধানে নাকি হাসতে মানা। ওরা নাকি আঁতেল, পোষাকী নাম ––'ইনটেলেকচুয়্যাল' অর্থাৎ মগজ থেকে চোয়াল পর্যন্ত এসে এদের বুদ্ধি আটকে আছে। সর্বদা বাংলা পাঁচের মতো বিরস বদনে ওরা কেবল রাজনীতি কিংবা অর্থনীতির কূটকৌশল নিয়ে ব্যস্ত ! কিছু বললেই চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বলেন––'হুম্‌ম্, আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।' যেন ধ্বংস হতে যাওয়া পৃথিবীর সমস্ত দায়ভার তার উপর বর্তেছে। ওরা বলে––হাসি নাকি ওদের ঠোঁটে মানায় না, পার্সোন্যালিটি নষ্ট হয়। দন্ত বিস্ফারিত হলেই পারসোনালিটি ফুরুৎ করে উড়ে যায়। তাই দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট বন্ধ করে তাকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। হাসিমজার ব্যাপারে তারা এতই কৃপণ যে ওষ্ঠ প্রসারিত হয়ে দন্ত বিকশিত হবার ভয়ে ওরা ঠোঁটে অকারণ গাম্ভীর্যের সেফটিপিন গুঁজে রাখে। এদের অসুখের একটাই চিকিৎসা––সুকুমার রায়ের গোমড়া হেরিয়াম !

হায় ভগবান, ওরা জানে না––হাসা এবং হাসানোটাও একটা আর্ট। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন––হেসে নাও এ দুদিন বই তো নয় ! মানুষের বত্রিশ দন্ত কেবল মাংস চর্বনের জন্য নয়––মনের আনন্দ প্রকাশের জন্যও। আর এই নির্মল হাসির জন্য চাই বুদ্ধিদীপ্ত একটা তীক্ষ্ম মগজ––যার মধ্যে থাকবে সহজাত রসবোধ। বোকারাই হাসে––এ-কথা ভুল। সঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে কথাটি বলে হাসতে এবং হাসাতে জানে বুদ্ধিমানেরাই। তবে এটাও ঠিক––কৌতুক হবে এমন নির্মল ও নির্দোষ যা কাউকে আঘাত দেবে না, কষ্ট দেবে না।

অসংগতি থেকে কৌতুকের জন্ম। কিন্তু অসংগতির মাত্রা বেড়ে গেলে কৌতুক দুঃখে পরিণত হয়। একটি অন্ধ যখন কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যায়, একটি বৃদ্ধা বাসের হ্যাণ্ডেল ফস্‌কে যখন রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে কিম্বা একটি উন্মাদ যখন অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে রাস্তার মাঝখানে নেচে ওঠে, তখন কিছু লোককে

(৩ পাতায়)

দেশের অবস্থা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

কবি বলিয়াছেন––

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার !

দেশবাসী আজ মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায় কিন্তু দেশের চারিদিকে আজ যে দুস্তর সাগর বাহু বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যে দুর্গম গিরি কান্তার দেশের মুক্তিপথ যাত্রীর পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে––দেশবাসী কেমন করিয়া এই সাগর পাড়ী দিবে, কেমন করিয়া ঐ গিরিকান্তার উল্লঙ্ঘন করিবে?

স্বাধীনতার পথ কোন কালেই কুসুমাবৃত নয়। সে পথ চিরকালই অতি পিচ্ছিল কণ্টক কঙ্করময়। যে মুক্তির জন্য পাগল হইয়াছে, যাহার অন্তরে বাহিরে মুক্ত স্বাধীন হইবার ঐকান্তিক আগ্রহ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে সে ঐ বাধা বিপত্তি, বিঘ্ন বিপর্য্যয়কে হাস্য মুখেই উপেক্ষা করিয়া প্রচণ্ড শক্তিবলে আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া যায়।

আজ দেখিতে হইবে যাহারা মুক্তি মুক্তি করিয়া দেশের বুকে নাচিয়া বেড়াইতেছে, যাহারা স্বাধীনতার জয়ঢাক পিঠে লইয়া দেশবাসীকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাদের অন্তরে সত্য সত্যই মুক্তির প্রেরণা, বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিয়াছে কিনা।

মিথ্যা আড়ম্বর, বাহবাস্ফুট করিয়া লোক ভুলাইবার দিন এককালে ছিল বটে কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ মানুষের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, মানুষ মানুষকে আজ অতি সহজেই চিনিতে এবং বুঝিয়া ফেলিতে পারে। কাহার ভিতরে কতটুকু সত্য আন্তরিকতা আছে আর কাহার ভিতরে শুধু স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা লুক্কাইত আছে––কে ফাঁকি দিয়া আত্ম স্বার্থ উদ্ধার করিয়া লইতে গিয়া দেশের সর্বনাশ সাধন করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না, বহু অভিজ্ঞতার ফলে দেশবাসী আজ সেই সকল বর্ণচোর, সিংহচর্মাবৃত মেষের দলকে অনায়াসেই চিনিয়া ফেলিতে শিক্ষা করিয়াছে।

চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না। আজ শুধু চালাকী করিয়াই কি এদেশে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড্ডীন করা সম্ভবপর হইবে ? যাঁহারা নেতা, যাঁহারা প্যাট্রিয়ট বলিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, দেশের জনসমষ্টির বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কুড়াইয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের আজ আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই––তাঁহাদের আদর্শ কি ? দেশকে স্বাধীন করিবার প্রকৃষ্ট পথ কি ? শক্তি কোথায় ? সেই পথ নির্দেশ আজ কে করিয়া দিবে ? শক্তি কেন্দ্রের সন্ধান আজ কে আনিয়া দিবে ?

দেশের অগণিত শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় আজ কর্ম্মোন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের ডাক দিয়া পথে বার্হির করিবার লোক নাই। সবাই কেবল 'মুখেন মারিতং-জগৎ'। চায়ের টেবিলে বসিয়া উজীর নাজীর বধ করিতে সবাই ওস্তাদ। প্রাণের ভিতরে কি কাহারো প্রেরণা আছে দেশের প্রতি, ঐকান্তিক দরদে কাহারো বুকের পাঁজর কি ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে ? যেখানে যাও, যেখানে দাঁড়াও সেখানেই দেখিবে কেবল দলাদলি, রেষারেষি এবং সাম্প্রদায়িক লড়াই ফস্তু

(৩ পাতায়)

পশ্চিমবাংলার প্রথম বইমেলা জঙ্গিপুরের গ্রন্থমেলা

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

(পুর্বে প্রকাশিতের পর) যে সময়ে এই গ্রন্থমেলা হয় তখন টিভি তো দূরের কথা, রেডিও সেভাবে প্রচলন হয় নি, মিডিয়ার কথা তখন চিন্তার বাইরে। যাই হোক 'যুগান্তর' সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় কেন রসিক ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে করি। কারণ সেদিন তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কিছু কিছু কথা আজও স্মৃতির কোঠায় অমলিন হয়ে আছে। যেমন অনেক কথার মাঝে বলেছিলেন সংবাদ সংগ্রহ ও সেই সংবাদ পাঠকের কাছে দ্রুত পত্রিকার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া নিয়ে। আগেই বলেছি এখনকার দিনে সংবাদ সংগ্রহ এবং ছবিসহ তৎক্ষণাৎ টিভিতে 'ব্রেকিং নিউজ' বা অন্য কোনভাবে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু তখন সে সুযোগ ছিল না।

সেদিন শ্রীমুখোপাধ্যায় যা বলেছিলেন তা তাঁর নিজের কথায় এইরকম। সংবাদ যা পাঠক সমাজে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে তা দ্রুত সংগ্রহ করে ততোধিক দ্রুততার সাথে পরিবেশন করতে হবে এটা সংবাদপত্রের একটা দায়িত্ব। অনেক আগে ঘটে গিয়েছে অর্থাৎ অনেক লোক আগেই জেনে গিয়েছে তা সংবাদপত্রে দেওয়ার যৌক্তিকতা নেই। অতএব টাটকা খবর সবার আগে পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সংবাদদাতা এবং সংবাদপত্র কাজ একযোগে করে। কিভাবে সংবাদ সংগ্রহ এবং তা পরিবেশন করা হয় তার একটা নমুনা আপনাদের বলছি। –'একবার একজন বয়স্ক নামী ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন, এখন তখন অবস্থা। তা আমরা ঐ ব্যক্তির আদ্যান্ত জীবনী কম্পোজ করে রাখলাম। এমনকি মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল কত তাও কম্পোজ করে রাখা হল। হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ; শুধু সময়টার জায়গা ফাঁকা রাখা হল। এমনকি তাঁর মরনের পরে দুঃখ প্রকাশ করবেন কারা তাও কম্পোজ করে রাখা হল। হাসপাতালে আমাদের সংবাদদাতা সব সময় মোতায়েন, দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্র পত্রিকা অফিসে জানালে এবং আমরা মৃত্যু সময়টুকু বসিয়ে দিয়ে পত্রিকায় ছেপে বের করব! তবে শুনলে আপনারা খুশী হবেন, আমরাও আনন্দিত হয়েছিলাম, আমাদের সব পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়েছিল, উনি সেবারের মত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন।

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় পথের পাঁচালীতে কেমন অভিনয় করেছিলেন–তা যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখেছেন তাঁরা জানেন তাঁর কথা।

নাট্যকার সাহিত্যিক বিধায়ক ভট্টাচার্য এ জেলারই মানুষ বলে জানি। অবশ্যই তিনি এ জেলার গর্ব, সুসন্তান। প্রফুল্লচন্দ্র সেন ছিলেন একজন সৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা সংগ্রামী। বহু কষ্ট সহ্য করেছেন ইংরেজদের হাত থেকে দেশের মুক্তির আন্দোলনে যোগ দিয়ে। তাঁর মত ব্যক্তিত্ব জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলায় উপস্থিত হওয়া আমাদের গর্বের বিষয়। ডঃ রামপাল, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ, পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে সেদিন গ্রন্থমেলা প্রাঙ্গণ অবশ্যই সমৃদ্ধ হয়েছিল।

(চলবে)

আমাদের কৌতুক .....(২ ম পাতার পর)

আমি হো হো করে হাসতে দেখেছি। সেটা কখনোই কৌতুক নয়––নিষ্ঠুরতা ! উপযুক্ত রসবোধ না থাকলে হাসাও যায় না, হাসানোও যায় না। তার সঙ্গে চাই মানুষের প্রতি ভালোবাসা !

কৌতুকপ্রিয় বলে বাঙালীর একদিন সুনাম ছিলো। আজ কি সত্যিই বাঙালী হাসতে ভুলে গেছে ? কৌতুক ছবি, কৌতুক সাহিত্য, কৌতুক পত্রিকা আজ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে যুগের দাদাঠাকুর, কিংবা শিবরাম চক্রবর্তী আজও আমাদের মলিন মুখে হাসি ফোটায়। কিন্তু আজ ? সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ছাড়া এই অকালের বাজারে হাসির চাষ আর তেমন কেইবা করছেন!

আসলে মানুষের মনটাই আজ পাল্টে গেছে। ছড়ানো বৈঠকখানা আর নেই, নেই মজলিশী মেজাজ, ফ্ল্যাটবাড়ির একখানা ঘর, টিভি-ফ্রিজ-খাট আলমারিতে ঠাসাঠাসি––আড্ডার লোকজন বসবে কোথায় ? জায়গা নেই, নেই সময়ও। সকালে চায়ের চুমুক থেকে আরম্ভ করে রাত্রিতে ঘুমানো পর্যন্ত ঠাঁসা ছকে বাঁধা রুটিন––কৌতুকের অবকাশ কই ? প্রতিটি মুহূর্তে টেনশনে কম্পমান। তাছাড়া বর্তমান জীবনের নানান যন্ত্রণায় আমরা এমনই কাতর যে নিজের অজান্তেই কখন যেন হাসতে ভুলে গেছি। হাসির কথাতেও আজ আর হাসি পায় না। তখন কাতুকুতুর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আজ হাসির সাহিত্য ও ছায়াছবিতে যেন কাতুকুতুরই প্রাধান্য। পাহাড়ী ঝর্ণার মতো হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত নির্মল হাসির ফোয়ারা যেন শুকিয়ে গেছে আজ।

চারদিকে এত দারিদ্র, শোষণ আর বঞ্চনা, এত হিংসা হানাহানি আর রক্তপাত––এই দুর্দিনে বুকের মধ্যে একফোঁটা রসসিক্ত মন আর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি না থাকলে, কী নিয়ে বাঁচবো আমরা ?

দেশের অবস্থা .....(২ ম পাতার পর)

ধারার মত অবিরত চলিয়াছেই।

দেশপ্রীতির চতুঃসীমানার ভিতর স্বার্থের গন্ধ কিম্বা সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বাষ্প প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু আজ আমাদের দেশের আনাচে কানাচে দূষিত বাষ্প জমাট বাঁধিয়া কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রনীতিক, কি ধর্মনীতিক সর্ব বিষয়ে দেশটাকে শুধু পঙ্গু করিয়া রাখে নাই, পরন্তু পেছনের দিকে টানিয়া জাহান্নামের দিকেই ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। এ সকল কি দেশের নেতাদের চোখে পড়ে না। যদি চোখেই পড়িবে, তবে তাহার প্রতিকার করা হয় না কেন ? আর যাহা কিছু হইতেছে, তাহারই নাম যদি প্রতিকার হয় তবে এ দেশের দুর্দশা যে কবে দূর হইবে তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আসিয়া ও দেশে কমিশন বসাইয়া নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ।

(প্রকাশকাল : ১৩৩৫)

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত উন্নতমানের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-ফল ও কাঠের চারা গাছের বিপণন আমরা শুরু করেছি। আগ্রহী সকল প্রকার চাষিবন্ধু ও পুষ্পপ্রেমীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের ঠিকানা ঃ

পার্থকমল সবুজশ্রী

একটি উন্নতমানের বিশ্বস্ত নার্সারী প্রতিষ্ঠান

সাং - হরিদাসনগর (কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলের পার্শ্বে)

পোঃ+থানা রঘুনাথগঞ্জ ✧ জেলা মুর্শিদাবাদ ✧ পিন-৭৪২২২৫

ফোন নং - 7797943802 / 8942908114 / 7797110047

কংগ্রেসের দাদাগিরির প্রতিবাদে সিপিএমের জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সম্মতিনগর বাজারে গত ২৩ আগষ্ট সিপিএমের এক প্রতিবাদ সভায় কংগ্রেসের দাদাগিরির অভিযোগ এনে বক্তব্য রাখেন সোমনাথ সিংহরায়, সাহাদাত হোসেন প্রমুখ। জানা যায়, ১৯ আগষ্ট সিপিএম পরিচালিত সম্মতিনগর পঞ্চায়েত দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়ার নামে প্রধান আইনাল সেখকে লাঞ্ছিত করা হয়। আর এর নেতৃত্ব দেন এলাকার বিধায়ক মহঃ আখরুজ্জামান। মাস দেড়েক আগেও একই কায়দায় পঞ্চায়েত দপ্তরে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে কংগ্রেসীরা বলে জানা যায়।

জঙ্গিপুর পারে .....(১ম পাতার পর)

ওয়ার্ডের আগের সভাপতি সেখ নাজিমুদ্দিন গত পুরভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ায় তাকে মিথ্যা খুনের আসামী হতে হয়। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আসির সেখ তৃণমূলে আসায় সিপিএমের অনেক নির্যাতন তাকে সহ্য করতে হয়। আজ তারা সবাই বাদ। অভিযোগ আসে আসরাফুল সেখের বিরুদ্ধে। গত লোকসভা ভোটের ঠিক আগে সিপিএম থেকে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। তাঁর ভগ্নী জুলিবিবি বামফ্রন্টের সমর্থনে গত পুর বোর্ডে ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সভাপতি বাবলু সেখ জানান--২০১০ থেকে তিনি তৃণমূল করছেন। ২০১১ সালে উমরপুর পি.ডবলিউ.ডি ময়দানে এক বিশাল জমায়েত হয় তার নেতৃত্বে। জঙ্গিপুর লোকসভা এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইমানী বিশ্বাস তাদের পদের দায়িত্ব দিলেও এখনও পদের কোন স্বীকৃতিপত্র তারা পাননি। বাবলু জানান--আমার এলাকায় আগে কোন কমিটি না থাকার জন্য গত লোকসভা নির্বাচনে সব বুথে এজেন্ট দিতে পারিনি। তাই দায়িত্ব পাওয়ার পর ব্লক কমিটি, অঞ্চল কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি গঠন করেছি। ১৫ আগষ্ট জঙ্গিপুর হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ৬০০ মিষ্টির প্যাকেট বিলি করেছি। বাবলু সেখ দুঃখের সঙ্গে জানান, এর আগে অনুষ্ঠান চলাকালীন সভার মধ্যে রিটু ও ফুরকানের বিরোধ দেখেছি। আমার ইচ্ছা --সকলকে একজক সঙ্গে নিয়ে দলকে শক্ত করার।

সাগরদীঘি থারমাল .....(১ ম পাতার পর)

১৮ আগষ্টের মধ্যে পাওনা টাকা মিটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু কিছু না হওয়ায় বাধ্য হয়ে ২১ আগষ্ট থেকে ধর্মঘট ডাকা হয়। ২২ আগষ্ট ভেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ্যাসিঃ জেনারেল ম্যানেজার আমাদের সঙ্গে মিটিং করেন। ২৭ আগষ্টের মধ্যে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। ইউনিয়ন সেক্রেটারী আরো জানান--কোটাল প্রোজেক্টের বাকী কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ব্রীজ এণ্ড রুফ কোম্পানীর উপর।

রাজনৈতিক পালা .....(১ ম পাতার পর)

প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জঙ্গিপুর এলাকার ছোটকালিয়া অঞ্চলে ডাল্লুর মোড়ে ১০ আগষ্ট কংগ্রেসের ডাকা এক অনুষ্ঠানে সিপিএমের ৭০ জন সক্রিয় কর্মী কংগ্রেসে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে এলাকার বিধায়ক আখরুজ্জামান, ওয়ার্ড কাউন্সিলার পারভিন বিবি উপস্থিত ছিলেন।

জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেন্ডা-জামুয়ার মৌজায় ৬ বিঘা ০৯ শতক (সেচ এলাকা) জমি বিক্রয় আছে।
যোগাযোগ : 9593504552, 9732832475
(সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা ও সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা)

গিরিয়া অঞ্চলও তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের গিরিয়া অঞ্চলও কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে গেল। সেকেন্দ্রা অঞ্চলের তৃণমূলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইলিয়াস চৌধুরীর (ইলু) নেতৃত্বে ২৪ আগষ্ট গিরিয়া অঞ্চলের ভৈরবটোলা কালীতলায় এক সভা হয়। সেখানে গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেহেরুন্নেসা বিবিসহ দশজন সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির দু'জন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এছাড়া ঐ অঞ্চলের প্রায় এক হাজার মানুষও ঐদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রতিবাদেই নাকি এই দলত্যাগ বলে জানা যায়। এর আগে ইলিয়াস চৌধুরীর নেতৃত্বে সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতও কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে যায়। কংগ্রেসের দখলে থাকলো বলতে তেঘরী ও লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েত।

পরলোকে বীরেন চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বারের এক সময়ের ব্যস্ত আইনজীবী বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (৮৭) ২৪ আগষ্ট তাঁর কোলকাতা বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে দীর্ঘ ২০ বছর জঙ্গিপুর কোর্টে ওকালতি করাকালীন বীরভূমে ডিষ্ট্রিক্ট জজ-এর দায়িত্ব নিয়ে চলে যান। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের রেজিষ্ট্রার জেনারেলের দায়িত্ব নেন। ছাত্র জীবনে আর.এস.পি. সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ২৫ আগষ্ট জঙ্গিপুর কোর্টসহ জেলার অন্যান্য কোর্ট বীরেন বাবুর মৃত্যুতে বন্ধ থাকে।

মহাশ্মশানে পুরসভার .....(১ম পাতার পর)

হয়ে যায়। যার একটিতে মৃতের সোনার আঙটি ছিল। অনেক অনুরোধে একটি ব্যাগ পাওয়া গেলেও আঙটি হাপিস হয়ে যায়। কাঠের জন্য মঙ্গল ৬০০ টাকা আদায় করেন। শ্মশানের দায়িত্বে থাকা দুই পুর কর্মী মঙ্গল ও কালুর বিরুদ্ধে শবযাত্রীদের অযথা হয়রানি করা, নির্দ্ধারিত মাসুলের অতিরিক্ত টাকা আদায় করা, অফিসের মধ্যে এলাকার সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দেয়া, শ্মশানের মধ্যে মদের কারবারে মদত দেয়া--এই সব অভিযোগ নিয়ে বাবুয়া ভকতের নেতৃত্বে জঙ্গিপুরের কয়েকজন চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। ২৯ আগষ্ট বোর্ড অব কাউন্সিলারদের সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা করে অভিযুক্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন চেয়ারম্যান মোজাহারুল ইসলাম।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।